পরোক্ষ ইত্যাদি ৪টি শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদ কৃত টীকার ব্যাখ্যা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যে স্থানে অন্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিষয় বলা যায়, তাহাকে পরোক্ষবাদ বলে। শ্রুতিও সেই প্রকারই বলেন। চারিটি আহুতি যাহাতে আছে, সেই চতুর্হূত থাকিলে চতুর্হোতা বলা হয়। পরোক্ষভাবে প্রসঙ্গ করাই পরোক্ষ-প্রিয় বেদের স্বভাব। সেই পরোক্ষ-বাদটি কি? অর্থাৎ বেদ কি অভিপ্রায়ে কর্ম্ম করিবার আদেশ করেন তাহাই বলিতেছেন। "কর্ম্মমোক্ষয়ে" অর্থাৎ কর্ম্মাসক্তি ত্যাগের জন্যই কর্ম্ম করিতে বেদ আদেশ করেন। ইহাতে কেহ এইপ্রকার তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে—"বেদ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির জন্যই রাশি রাশি কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কর্ম্মাসক্তি ত্যাগের জন্য তো আদেশ করেন নাই"। এই প্রকার অর্থনিরসনের জন্যই বলিতেছেন—"বালানাং অনুশাসনং" অর্থাৎ পিতা যেমন বালককে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য খণ্ড লড্ডুকাদি দ্বারা প্রলোভিত করিয়া ঔষধ পান করান এবং সেই খণ্ড লড্ডুকাদিও দান করিয়া থাকেন, ইহা দ্বারাই ঔষধ পানের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। কিন্তু আরোগ্যই প্রয়োজন অর্থাৎ খণ্ড লড্ডুকাদি দান কিম্বা ঔষধ পান করানোই পিতার তাৎ-পর্য্য নয়, ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত করাই পিতার মুখ্য তাৎপর্য্য। তেমন বেদও আনুসঙ্গিক ফল-সকলের কথা উল্লেখ করিয়া প্রলোভিত করতঃ কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়েই কর্ম্ম করিবার আদেশ করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত পরোক্ষবাদ টীকার শেষ হইল। এক্ষণে "নাচরেৎ বস্তু" এই শ্লোকের টীকার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ইহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—"কর্ম্মত্যাগই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই কর্ম্মত্যাগ করুক্ না কেন"? তাহারই উত্তরে "নাচরেৎ"—এই শ্লোকটি বলিতেছেন। শ্রীধর-স্বামীপাদকৃত টীকায় এইটুকু পর্য্যন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াই শ্রীগোস্বামী-পাদ নিজে শ্লোকের বিশেষ বিশেষ পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিবে, শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) লাভ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে শ্লোকস্থ "অজ্ঞ" পদের নাই জ্ঞা অর্থাৎ শ্রীহরিকথায় দৃঢ় বিশ্বাস যাহার, সেই অজ্ঞ—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব, সেই শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হয় না। তেমনি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পারমেষ্ঠ্যসুখ পর্য্যন্ত ভোগে বিরক্তও যদি না হয়, তাহা হইলে মানুষমাত্রের কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। যেহেতুক